রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ১১, ২০১২

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রেস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ ফাল্গুন ১৪১৮/৫ মার্চ ২০১২

নং ১৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০১.১১-৮৬—'সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালাটি' সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশ করা হলো।

সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা-২০১২

১। এ নীতিমালা সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা-২০১২ নামে অভিহিত হবে।

২। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ এর আওতাভুক্ত হবেন।

৩। কেবল মাত্র আর্থিকভাবে অসচ্ছল সাংবাদিকগণ এবং মৃত্যুজনিত কারণে সাংবাদিক পরিবার এ ভাতার জন্য বিবেচিত হবেন।

৪। **সংজ্ঞা ঃ**

(ক) "আর্থিকভাবে অসচ্ছল" বলতে বার্ধক্যজনিত, শারীরিক অক্ষমতা কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে উপার্জনে অক্ষম অথবা অন্য কোন উৎস হতে জীবন ধারণের জন্য সন্তোষজনক আয় নেই এমন সাংবাদিককে বুঝাবে।

(খ) "সাংবাদিক" বলতে কোন ব্যক্তি যিনি একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক এবং যিনি প্রিন্ট অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন এবং কোন সম্পাদক, সম্পাদকীয় লেখক, সংবাদ সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, ফিচার লেখক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা, কপি টেস্টার, কার্টুনিস্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক, ক্যালিগ্রাফিস্ট এবং প্রুফ রিডার বুঝাবে।

(গ) সাংবাদিক "পরিবার" বলতে বুঝাবে স্ত্রী/স্বামী, সন্তান এবং তার সঙ্গে একত্রে বসবাসরত ও তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল পিতা, মাতা, দত্তক পুত্র (হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে), নাবালক ভাই এবং অবিবাহিতা, তালাক প্রাপ্তা বা বিধবা বোন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৫। **বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ**

তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এবং প্রয়োজনে অনুযায়ী অসচ্ছল সাংবাদিকদের ভাতা/অনুদান মঞ্জুরি বাস্তবায়ন করবে।

৬। **জাতীয় কমিটি ঃ**

অসচ্ছল সাংবাদিকদের ভাতা/অনুদান প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ, দিক নির্দেশনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি থাকবে। কমিটি নিম্নরূপ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে ঃ

১.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
২.	প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।	সহ-সভাপতি
৩.	প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।	সদস্য
৪.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ঢাকা।	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য
৯.	বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট-এর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।	সদস্য
১০.	ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট-এর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।	সদস্য
১১.	ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-এর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।	সদস্য
১২.	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও প্রেস), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৭। **ঢাকা মহানগর কমিটি ঃ**

অসচ্ছল সাংবাদিকদের আবেদন বাছাইয়ের লক্ষ্যে মহানগর এলাকার জন্য পৃথক একটি কমিটি থাকবে ঃ

১.	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সভাপতি
২.	প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর-এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার-এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৫.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৭.	বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট-এর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।	সদস্য
৮.	ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট-এর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।	সদস্য
৯.	উপ-সচিব (প্রেস), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৮। **জেলা কমিটি ঃ**

অসচ্ছল সাংবাদিকদের যাচাই-বাছাই এর জন্য প্রতিটি জেলায় (ঢাকা মহানগর ব্যতীত) একটি করে জেলা কমিটি থাকবে। নিম্নোক্তভাবে জেলা কমিটি গঠিত হবে ঃ

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৩.	স্থানীয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা ১(এক) জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	প্রেসক্লাব-এর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	জেলা তথ্য অফিসার	সদস্য-সচিব

সকল কমিটির মেয়াদকাল প্রথম অনুষ্ঠিত সভার তারিখ হতে ২(দুই) বছর হবে।

৯। **অনুদান/ভাতা পাওয়ার জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা ঃ**

(ক) অনুদান/ভাতা গ্রহীতাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(খ) আবেদনকারীকে "আর্থিকভাবে অসচ্ছল" হতে হবে।

(গ) আবেদনকারীকে অবশ্যই সাংবাদিক হতে হবে।

১০। **প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ঃ**

(ক) প্রতিবছর আগস্ট মাসে অনুদান/ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে জেলা কমিটি/মহানগর/মন্ত্রণালয় কমিটির সভাপতি বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন।

(খ) জেলা কমিটি এবং মহানগর কমিটি অনুদান/ভাতা প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) প্রার্থী বাছাই-এর পর মতামতসহ তালিকা তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(ঘ) মহানগর ও জেলা কমিটির সুপারিশকৃত আবেদনপ্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে। সুপারিশ প্রণয়নের পর্যায়ে কমিটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যে কোন সংস্থার সহায়তা নিতে পারবে। কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় অনুদান/ভাতা প্রদানের মঞ্জুরিপত্র জারি করবে।

১১। **অনুদান/ভাতা প্রাপ্ত সাংবাদিকদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ**

(ক) মন্ত্রণালয় সকল অনুদান/ভাতা গ্রহীতার তালিকা জেলা ও মহানগর ভিত্তিক সংরক্ষণ করবে।

(খ) মহানগর ও জেলা কমিটির সদস্য-সচিব কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত/অনুমোদিত সাংবাদিকদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) মহানগর ও জেলা কমিটির সদস্য সচিব মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত সাংবাদিকদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

১২। **অনুদান/ভাতা প্রদানের পদ্ধতি ঃ**

(ক) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের পর প্রতিবছর আবেদন করতে হবে। অর্থ প্রাপ্যতা সাপেক্ষে নীতিমালা মোতাবেক অনুদান/ভাতা প্রদান করা হবে।

(খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৩(গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনুদান/ভাতা হিসেবে প্রদান করতে পারবেন।

(গ) যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকের একটি পৃথক হিসাবে অনুদানের টাকা জমা থাকবে। সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদেরকে চেকের মাধ্যমে উক্ত হিসাব হতে অনুদান প্রদান করা হবে।

১৩। **সাধারণ নিয়মাবলী ঃ**

(ক) সাধারণত ভাতাভোগীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী/স্বামী ভাতাপ্রাপ্তির অধিকারী হবেন না তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়ম শিথিলযোগ্য।

(খ) জনপ্রতি মাসিক ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে বার্ষিক ভাতা ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকা প্রাপ্য হবে। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মাসিক ভাতা ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে প্রদান করা যাবে।

(গ) মৃত্যুজনিত, অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসার ক্ষেত্রে এককালীন অনুদান সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত হবে।

(ঘ) বার্ষিক বরাদ্দের অনূর্ধ্ব শতকরা ১০(দশ) ভাগ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সরাসরি আওতাধীন থাকবে। এ অর্থের মধ্য হতে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব কোন আবেদনকারীকে ১৩(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভাতা প্রদান করতে পারবেন। এর জন্য কমিটির সুপারিশ আবশ্যক হবে না।

(ঙ) আবেদনপত্রে বিবৃত কোন তথ্য অসত্য বলে প্রমাণিত হলে আবেদনকারী ভাতা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

১৪। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ঃ**

মন্ত্রণালয় তহবিলের হিসাবরক্ষণ করবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করবে। সরকারি অডিট অধিদপ্তর প্রতি বছর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ-এ প্রেরণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd